পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(২০২২-২৩ থেকে ২০২৫-২০২৬)

উপজেলা পরিষদ

মোংলা,বাগেরহাট।

উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২০২২-২৩ হতে ২০২৫-২০২৬

সার্বিক সহযাগিতায়ঃ

মোঃ আবু তাহের হাওলাদার
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ,মোংলা,বাগেরহাট।

জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ,
মোংলা,বাগেরহাট।

মিসেস কামরুন নাহার হাই
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ,
মোংলা,বাগেরহাট।

সম্পাদনায়
কমলেশ মজুমদার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মোংলা,বাগেরহাট।

উপজেলা পরিষদ
মোংলা, বাগেরহাট।
সময়কালঃ ২০২২-২৩ হতে ২০২৫-২০২৬

সূচি পত্র

শিরোনাম

ভূমিকা

১. উপজেলার পরিচিতি ও মানচিত্রঃ

২. মোংলা উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

৩. উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৪. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত কার্যক্রম।

৫. রূপকল্পঃ

৬. পঞ্চ-বার্ষিক পরিকলার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

৭. পরিকল্পনা ফরমেট

৮.পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন পরিকল্পনা

ভূমিকা

সাধারণত পরিকল্পনা বলতে লক্ষ অর্জনের জন্য কর্ম পদ্ধতিকে বুঝায়। একটি সচেতন ও পদ্ধতিগত প্রচেষ্টা যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের বিবিধ সম্পদকে সুবিবেচিত ও সুস্পষ্টভাবে কাজে লাগিয়ে চাহিদা মাফিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মূল কথা হলো পরিকল্পনা বলতে বর্তমান ও ভবিষ্যত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করাকে বুঝায়। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয় বস্তুর একটি হচ্ছে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক নীতি বিশেষত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ ও সংশোধনী ২০১১) এর ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমূহ পঞ্চ বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না। আইনগত কাঠামোতে আরো সুপারিশ করা হয়েছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন রেখে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা রুপকল্প, খাতভিত্তিক অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব এমন টার্গেট বার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকবে। এতে কর্মসূচির ইপ্সিত ফলাফল ও বাস্তবায়ন কৌশলও উল্লেখ থাকবে।

প্রাথমিকভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। মোংলা উপজেলার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৬ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ মুখ্য ভুমিকা পালন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটির সহায়তায় খসড়া পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছে। প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) দায়িত্ব পালন করেছে। পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২২-২৬ প্রণয়ন জুলাই'২২ হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়া অনুসরন করে নভেম্বর '২২ এ খসড়া উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে যেমনঃ আর্থ সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য, পরিস্থিতি বিশ্লেষন, রুপকল্প ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অভীষ্ঠ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা। উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একনজরে উপজেলা সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে উপজেলার অবস্থান নির্দেশ করে। আর্থসামাজিক সূচকে উপজেলার এই অবস্থানের কারণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্য সমাধানে করণীয় সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে। এটি উপজেলাকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থের দিক, দুর্বলতার দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি সনাক্ত করতে সহায়তা করে। মোংলা উপজেলা পরিষদ তাদের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণকালে ১০ টি খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছে এবং প্রতিটি খাতে সর্বোচ্চ ২টি করে জনকেন্দ্রীক সমস্যা চিহ্নিত করেছে।

উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কোন দ্বৈত্বতা থাকরে তা পরিহার করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরষদ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে মোংলা উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ, এনবিডি এবং ইউনিয়ন সমূহের সমন্বয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে উন্নয়ন বরাদ্দকে চিহ্নিত করেছে।

আর্থসামাজিক তথ্য ও পরিস্থিতি বিশ্লেষেন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত নির্ধারণে সহায়তা করে যার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ ও ফলাফল নির্ধারিত হয়। উপজেলা পরিষদ রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করবে যেন উপজেলা পরিষদ পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সমর্থ হবে। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলার জনগনের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতচিত্র যা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহের আলোকে প্রণয়ন করা হয়। পঞ্চাবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হতে হবে যেহেতেু ইহা পঞ্চবার্ষিক রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। মোংলা উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঁচটি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছে যার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল আর সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলাফল ভিত্তিক হতে হবে। একটি ফলাফল সাধারনত ফলাফল বিবরনী দ্বারা পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহয্যে প্রকাশ করা হয়।

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ তার আগামী পাঁচ বছরের অগ্রাধিকারসমূহ ঠিক করেছে এবং বাস্তাবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করেছে। এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে কাজর করবে যা কর্মসূচী আকারে পরিকল্প ফরম্যাট এ অন্তভুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের কোন পথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন সম্ভবপর হবে।

১. উপজেলার পরিচিতি ও মানচিত্রঃ

মোংলা উপজেলা বাগেরহাট শহর থেকে ৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণে আস্থিত । অত্র উপজেলা আয়তন ১৮২.৮৯ বর্গ কিলোমিটার। আবাদী জমি ৩৯৩৪ হেক্টর, অনাবাদী জমির পরিমাণ ৪৫৬১ হেক্টর। আবাদী জমির মধ্যে রোপা আমন ধানের চাষই প্রধান। তবে কিছু জমিতে আলু, শীতকালীন সব্জি, গ্রীষ্মকালীন সব্জি ও বিভিন্ন প্রকার ফলের চাষ হয়। মাছ চাষ অত্র উপজেলার অন্যতম প্রধান ফসল। ডিসেম্বর–জানুয়ারী এবং মে–জুন পর্যন্ত নদীর পানিতে লবণাক্ততা থাকে। এই লবণাক্ততা চিংড়ি চাষের উপযোগী বিধায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে চিংড়ি চাষ গড়ে উঠেছে। প্রায় ৩৯৯৮ টি বাগদা ঘের এবং ১৬০৩ টি গলদা চিংড়ির ঘের রয়েছে। এর উত্তর দিকে রামপাল, দক্ষিন দিকে সুন্দরবন ও বঙ্গোপোসাগর, পূর্ব দিকে মোড়েলগঞ্জ, পশ্চিমে পশুর নদী দিয়ে ঘেরা

১.২ মোংলা উপজেলার নামকরন

মোংলা উপজেলা সুন্দরবন সংলগ্ন। পূর্বে এই এলাকা সুন্দরবনেরই অংশ ছিল ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কালক্রমে এই জঙ্গল কেটে আবাদী জমিতে পরিণত করে বসতি স্থাপন শুরু হয়। জনশ্রুতিতে জানা যায় যে, কোন এক সময়ে গ্রীক জাহাজের ক্যাপটেন মোংলার প্রধান পশুর নদীর উপকণ্ঠে তার জাহাজ নোঙ্গর করেন। কিন্তু জাহাজের ক্যাপ্টেন ভূখন্ডে নেমে এসে দিক নির্নয়ের চেষ্টা করার সময়ে জনৈক মঙ্গল ঋষি নামে একজন হিন্দু সাধকের সাথে দেখা হয়। পরবর্তীতে উক্ত ঋষির নাম অনুসারে মঙ্গলা নামকরণ করেন। এরপর সেটি সামান্য বদল হয়ে মোংলা হয়েছে।

১.৩ সুন্দরের রাণী সুন্দরবন

প্রাকৃতিক আশ্চর্যের এক অন্যতম লীলা হচ্ছে সুন্দরবন। সুন্দরবনের বেশকিছু অংশ মোংলা উপজেলায় অবস্থিত। সুন্দরবনের নৈসর্গিক সৌন্দর্য বিশ্ববাসীকে আকর্ষন করে। ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষনাদেয়। পৃথিবীর দ্বিতীয় শক্তিধর প্রাণী বাঘ আর বাঘের ভিতর শক্তিতে সৌন্দর্যে ও রাজকীয় ভাবভঙ্গিতে সুন্দরবনের বাঘই জগৎ বিখ্যাত। এই সুন্দরবন এক রহস্যময় বন। এর নামকরণ নিয়ে আছে নানা মত। তবে সুন্দরী বৃক্ষ সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ। এই বৃক্ষ থেকে বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন। নামের উৎপত্তি সম্পর্কে এই ধারনাটাই প্রাধান্য পেয়েছে। সুন্দরবন বিশ্বের একক সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট। এই বনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ছোট বড় মিলিয়ে ৪৫০টি নদ-নদী ও খাল। উল্লেখযোগ্য নদীর মধ্যে রয়েছে শিবসা, পশুর, বলেশ্বর, রায়মঙ্গল, কয়রা, খোলপেটুয়া প্রভৃতি। সুন্দরী, গেওয়া, বাইন, ধুন্দল ওগোলপাতাসহ এখানে প্রায় ৩৩৪ প্রজাতির বৃক্ষ পাওয়া যায়। সুন্দরবনের আরেক প্রাণী সৌন্দর্যপ্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষন করে তার নাম চিত্রল হরিণ। স্থল সম্পদের পাশাপাশি জলজ সম্পদেও সুন্দরবনের খ্যাতি রয়েছে। সুন্দরবনের নদ নদী আর খাল মৎস্যভান্ডার বলে পরিচিত। এ বনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা পেশা। এর ভিতর বাওয়ালী,মৌয়ালী আর জেলে উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবনের সৌন্দর্য বড়ই মনোরম।

১.৪ প্রত্যাশা

মোংলা উপজেলার সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন কল্পে, মোংলা উপজেলার জনগণের প্রয়োজনীয় বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে একটি উন্নয়নকামী শক্তিশালী উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

১.৫ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। জীবনের মৌলিক সুযোগ সুবিধায় তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত। উপজেলা পরিষদে জনসাধারনের অবস্থা ও সারাদেশের জনসাধারনের অবস্থা খাত ভিন্নতর হয়। উপজেলা পরিষদ পঞ্চ-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দ্যেশ্য সমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক) জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোংলা উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন;

খ) আপমর জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতি গঠণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে;

গ) পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, শস্য, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

ক) পঞ্চ-বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ দক্ষ ও যোগ্য সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে;

খ) পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটিতে সম্পদের উৎস্য এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদের চিত্র তৈরী করে পরিষদে খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করতে সহায়তা করেছে এবং বাজট তৈরীতে সহয়তা করবে;

গ) উপজেলা পরিষদ ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারী জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে;

ঘ) পরিকল্পনা কমিটি খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করে উপজেলা পরিষদের সদস্য, সরকারী, বেসরকারী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাদের আহবান করা হয়েছে। সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনে সর্বশেষ উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।

১.৬ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলঃ

ক) এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

খ) সরকারী অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পূরক/পরিপূরক প্রকল্প গ্রহণ

গ) উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পদের ও প্রকল্পের সমন্বয় সাধন

চিত্র ১. মোংলা উপজেলার মানচিত্র

০২. মোংলা উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদকে যাচাই করে দেখতে হবে যে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে তথ্য-উপাত্তের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না এবং হলে তা হাল নাগাদ করতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নে তথ্য ও উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো উপজেলা পরিষদ, উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদ, আদমশুমারি ২০১১, জেলা পরিসংখ্যান ২০১১,। এসডিজির বিভিন্ন সূচকে মোংলা উপজেলার অবস্থান সর্ম্পকিত তথ্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিম্নের সারনীতে উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করা হয়েছে।

ছক ১. মোংলা উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সমাজিক তথ্য ও উপাত্ত

জেলা		বাগেরহাট
উপজেলা		মোংলা
সীমানা		উত্তরে রামপাল ও পুর্বে- মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলা দক্ষিনে সুন্দরবন ও বঙ্গপসাগর এবং পশুর নদী ও খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলা।
জেলা সদর হতে দূরত্ব		৫৫ কি:মি:
আয়তন		১৮২.৭৯ বর্গ কি: মিঃ
জনসংখ্যা		১,৭৮,৫০৩ জন (প্রায়)
	পুরুষ	৭১,৪৯২ জন (প্রায়)
	মহিলা	৬৫০০৯জন (প্রায়)
লোক সংখ্যার ঘনত্ব		৯৭৬ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)
মোট ভোটার সংখ্যা		৯৫১৬০ জন
	পুরুষভোটার সংখ্যা	৪৮২৮১ জন
	মহিলা ভোটার সংখ্যা	৪৬৮৭৯ জন
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার		১.৩০%
মোট পরিবার(খানা)		৩২,৩৮৩ টি আদমশুমারী/২০১১
নির্বাচনী এলাকা		বাগেরহাট-০৩ (রামপাল-মোংলা)
গ্রাম		৮৩ টি
মৌজা		৩২ টি
ইউনিয়ন		০৬ টি
পৌরসভা		০১
এতিমখানা সরকারী		০১ টি
এতিমখানা বে-সরকারী		০৬ টি
মসজিদ		১৯৪ টি
মন্দির		৪৫ টি

নদ-নদী		০৪টি (কুমারখালী নদী, মংলা নদী, পশুর নদী ও শেহলা নদী)
হাট-বাজার		১৪ টি
ব্যাংক শাখা		১৩ টি
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস		১৮ টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ		০১ টি
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প		১ টি
বৃহৎ শিল্প		৪৫ টি
কৃষি সংক্রান্ত		
মোট জমির পরিমাণ		১৮,২৪২(সুন্দর বন বাদে)
আবাদী জমি		৩৯৩৪ হেক্টর
অনাবাদী জমি		৪৫৬১ হেক্টর
এক ফসলী জমি		১১৪৫০ হেক্টর
দুই ফসলী জমি		৪৫০ হেক্টর
তিন ফসলী জমি		৫০ হেক্টর
উৎপাদিত ফসল		৬৫২১ মে:টন
অ-গভীর নলকূপ		২,টি
শক্তি চালিত পাম্প		২ টি
বন্নক সংখ্যা		০৭ টি
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা		২৯৩৭৪মেঃ টন
নলকূপের সংখ্যা		২টি
শিক্ষা সংক্রান্ত		
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		৭১ টি
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৪ টি
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১২ টি
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়		০২ টি
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা)		২২ টি
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা)		০২ টি
দাখিল মাদ্রাসা		০৯ টি
আলিম মাদ্রাসা		০৩ টি
ফাজিল মাদ্রাসা		০১ টি
কামিল মাদ্রাসা		০০ টি
কলেজ		০২ টি
কলেজ (মহিলা)		০১ টি
শিক্ষার হার		৬৫%
	পুরুষ	৬৮%
	মহিলা	৬২%

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত		
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স		০১ টি
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র		০৬
বেডের সংখ্যা		৫০ টি
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা		২৭ টি
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা		০৬
সিনিয়র নার্স সংখ্যা		১৪ জন। কর্মরত=১৩ জন
সহকারী নার্স সংখ্যা		০১ জন

ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত		
মৌজা		৩২টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস		০৩ টি
পৌর ভূমি অফিস		০১ টি
মোট খাস জমি		১৬৯০.৬১ একর
কৃষি		৫৪৪।৮৩ একর
অকৃষি		১০৮একর
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি		৬৩.৬৯৫০ একর (কৃষি)
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী)		সাধারণ=৫,৬৩৭৪৫১৯ সংস্থা = ৩৮৬১৯১৫/-
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়)		সাধারণ=৩৮৬৫১৩৩,/- সংস্থা = ৩১৮১৬২০
হাট-বাজারের সংখ্যা		১৩ টি

যোগাযোগ সংক্রান্ত		
পাকা রাস্তা		১০০.০০ কিঃমিঃ
অর্ধ পাকা রাস্তা		৮.০০ কিঃমিঃ
কাঁচা রাস্তা		১৫০ কিঃমিঃ
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা		১৬৬ টি
নদীর সংখ্যা		০২ টি

পরিবার পরিকল্পনা		
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র		১১ টি
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক		০১ টি
এম.সি.এইচ. ইউনিট		০১ টি
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা		৮৪,৮৩৩ জন

মৎস্য সংক্রান্ত		
পুকুরের সংখ্যা		৫০৪০ টি

জেলের সংখ্যা		৬৪৫৫ জন
ঘেরের সংখ্যা		বাগদা- ৫৪৮০ ও গলদা- ১৫৮৫ টি মোট-৭০৬৪
বাগদা উৎপাদন		৪০০-৪৫০ (কেজি বিঘা প্রতি) ও গলদা-৫০০-৬০০ (কেজি হেক্টির)
সাদা মাছ উৎপাদন		৩০০০-৩৫০০ কেজি (হেক্টর) কাকড়া ৩৫০ (টি ঘের)

প্রাণি সম্পদ		
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র		০১ টি
পশু ডাক্তারের সংখ্যা		০২ জন
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র		০১ টি
পয়েন্টের সংখ্যা		০৩ টি
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা		১১ টি
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার		অসংখ্য
গবাদির পশুর খামার		২২ টি
ব্রয়লার মুরগীর খামার		৯৬ টি
সমবায় সংক্রান্ত		
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ		০১ টি
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ		০১ টি
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ		০৪ টি
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ		২২ টি
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		১০ টি
যুব সমবায় সমিতি লিঃ		১ টি
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি		০১ টি
পাটনি জীবি		০৬ টি
কর্মচারী		০১ টি
সঞ্চয় ও ঋণ দান		২০ টি
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ		০২ টি
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ		০২ টি
চালক সমবায় সমিতি		৩ টি

৩. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে উপজেলার 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন'। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সন্নিবেষন এমনভাবে করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায়। তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে লব্ধ শিক্ষা)। কোন্ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন্ লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কেন- সেটা জানতে হবে। কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন্ উদ্যেগ কাজ করেনি? কোন্ পন্থা গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থা বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দা কথা হলো, বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির পরিবর্তে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কেননা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের জন্য একটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। উপজেলাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে এবং/অথবা উন্নয়নের জন্য খাত চিহ্নিত করতে হয়। অপরদিকে, বার্ষিক পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট প্রকল্প/পদক্ষেপ চিহ্নিত করবে।

উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবালি শেষে ৫ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে।

মোংলা উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আর্থ-সামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারণ অনুসন্ধান করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাস্থ্য খাতে উপজেলার সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের অবকাঠামো ও উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে না। ইউনিয়ণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে প্রতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সুবিধা অপ্রতুল। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলার ১০০০০-এর মত দরিদ্র পরিবার নিরাপদ স্যানিটেশন ও খাবার পানি ব্যবহারের আওতায় নেই। শিক্ষা খাতে বিশেষতঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহণে উন্নত পরিবেশ ও উপকরণের সংকট তার অন্যতম কারণ। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ, বাল্য বিয়ে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব স্যানিটেশনের অনূপস্থিতির কারনে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়। জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ খাতে বড় সড়ক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করে এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মান কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগকারি সড়ক, গাইড ওয়াল, কার্লভাট ও ড্রেন নির্মান করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

ছক- ২: উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ:

খাত/বিভাগ	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমান/বিস্তৃতি	কারন			
স্বাস্থ্য বিভাগ	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কেন্দ্রীয় ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় এই সক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানের সমস্যা দেখা দেয়।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অন্তঃ বিভাগ ও বহি বিভাগ।	প্রতি মাসে প্রায় ২০০জন রোগী	অক্সিজেন সরবরাহের কোন বরাদ্দ নেই।	কার্যক্রম নেই	প্রযোজ্য নয়	কেন্দ্রীয় ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য ২৫ সিলিন্ডার বিশিষ্ট ম্যানিফোল্ড সিস্টেম স্থাপন।
	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স , কমিউনিটি ক্লিনিকের সকল স্থানে সেবা গ্রহণকারীদের বিশুদ্ধ পানির অভাব।	সকল প্রতিষ্ঠান ১৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক।	১১০০০ রোগী	১) পানিতে লবানাক্ত ও আয়রন। ২) গ্রীষ্মকালে সকল পুকুরে পানি শুকিয়ে যায়।	কার্যক্রম নেই	বিদ্যমান থাকবে	১) রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং স্থাপন। ২) পুকুর পূন: খনন করে পন্ড ফিল্টার স্থাপন। ৩) বিশুদ্ধ পানির প্লান্ট স্থাপন
	কমিউনিটি ক্লিনিকের সংযোগ সড়ক ও সেবা গ্রহণকারীর বিশ্রামাগার না থাকায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা	৬টি উইনিয়নের ১৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক।	প্রতি মাসে ৯০০০জন রোগী।	বাজেটের সল্পতার কারণে এসকল কাজ করা সম্ভব হয়নি।	কার্যক্রম নেই	বিদ্যমান থাকবে	১) কমিউনিটি ক্লিনিকের সংযোগ সড়ক নির্মান। ২) কমিউনিটি ক্লিনিকে বিশ্রামাগার নির্মান।
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্রে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সরবরাহ হচ্ছে না।	৬টি উপ -স্বাস্থ্য কেন্দ্র।	৫০০০ রোগী	বাজেটের সল্পতা	কার্যক্রম নেই	বিদ্যমান থাকবে	IPS/জেনারেটর এর ব্যবস্থা করা।
	বিশুদ্ধ পনির অভাব	৬টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র।	৬টি প্রতিষ্ঠানে	বিশুদ্ধ পানির কোন প্লান্ট নাই।	কার্যক্রম নেই	বিদ্যমান থাকবে	১) পানি বিশুদ্ধ করন প্রন্টি স্থাপন রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং সিস্টেম স্থাপন
	ইমারজেন্সী রুগিদের বেডের সমস্যা	৬টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র।	১২টি	বেড সরবরাহ নেই।	কার্যক্রম নেই	বিদ্যমান থাকবে	১) বেড সরবারহ সরবরাহ করা।
মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ	১) শ্রেণী কক্ষে আসবাবপত্রের অভাব যেমন-চেয়ার, টেবিল বেঞ্চ।	০৬টি ইউনিয়ন ও ০১টি পৌরসভায় ১৫ টি বিদ্যালয়	৪৫০টি বেঞ্চ, ৭৫ টি টেবিল ১৫০টি চেয়ার	পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাব	-	-	উপকরনসমূহের সরবরাহ ব্যবস্থা

খাত/বিভাগ	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমান/বিস্তৃতি	কারন			
	(১) শিক্ষকদের গুনগত শিক্ষা প্রদানে দক্ষতার অভাব	০৬টি ইউনিয়ন ও ০১টি পৌরসভায় ৪১ টি বিদ্যালয়	৫০০ জন	প্রশিক্ষণ প্রদানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা	ICT অনলাইন প্রশিক্ষণ, BPM প্রশিক্ষণ চলমান	৫০%	শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
	বিশুদ্ধ পানি ও জলের অভাব	১৫টি স্কুলের সমস্যা	৪০০০ ছাত্র-ছাত্রী	লবনাক্ত পানি	কার্যক্রম নেই	বিদ্যমান থাকবে	১) বিশুদ্ধ পানির প্লান্ট স্থাপন করা ২) রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং সিস্টেম স্থাপন
কৃষি বিভাগ	(১) লবনাক্ততা	০৬ টি ইউনিয়ন			বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ রিজ এবং ফারো চাষাবাদ ঘেরের পাড়ে সবজী তাওয়ার ও বস্তা পদ্ধতিতে সবজী চাষ	চলমান	মিনি পুকুর/বড় পুকুর খনন করে সেচ নিশ্চিত করা।
	(২) ঘের ব্যবসায়ীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে লবন পানি প্রবেশ করানো	০৬ টি ইউনিয়ন	৭০০০হাজার	ঘের ব্যবসায়ীরা সরকারী আইন কানুন মানতে আগ্রহী নয়।	কার্যক্রম নেই।	বিদ্যমান থাকবে।	কৃষক ঘেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতন করা।
	(৩) প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘূর্ণিঝড়, লবন পানির জলাবদ্ধতা	০৬ টি ইউনিয়ন	২৫০০হেক্টর	সমুদ্র উপকুলীয় এলাকার কারণে।	কার্যক্রম নেই।	বিদ্যমান থাকবে।	নিয়ন্ত্রিতভাবে লবন পানির ব্যবস্থাপনা।
উপজেলা মৎস্য দপ্তর	(১) বিষ প্রয়োগে মাছ নিধন	সুন্দরবন এলাকা	সুন্দরবন সংলগ্ন খাল সমূহে	অসাধু জেলেদের তৎপরতা	অভিযান, মোবাইল কোর্ট, অবহিতকরন, সভা, মাইকিং ইত্যাদি	৫০% বিদ্যমান থাকবে।	১) সচেতনতামূলক কর্যক্রম ২) অভিযান/মোবাইল কোর্ট বৃদ্ধি ৩) প্রশিক্ষণ
	(২) পোনা/রেনুর স্বল্পতা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন ব্যাপী	২ কোটি	হ্যাচারী/নর্সারী না থাকার জন্য	*SPF হ্যাচারী মালিকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা	বিদ্যমান থাকবে।	১) মৎস্য হ্যাচারী/নার্সারী স্থাপন ২) প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

খাত/বিভাগ	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমান/বিস্তৃতি	কারন			
	(৩) জেলেদের VGF চাল অপর্যাপ্ত প্রাপ্তি	পশুর/মংলা ও মেলা নদী সংলগ্ন গ্রাম সমূহ	৫,৬০০জন	VGD বরাদ্দ কম থাকায়	SCMFP এর সম্পদ জরিপ চলমান	বিদ্যমান থাকবে।	সচেতনতা সভা
উপজেলা শিক্ষা বিভাগ	(১) শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝওে পড়েছে।	বুড়িরডাঙ্গাইউনিয়ন ও পৌরসভার ২০টি স্কুল	৫% শিশু ১৬০ প্রতি বছরে	মৌসুমি শ্রমিক, দারিদ্রতা	মা সমাবেশ হোম ভিজিট উঠান বৈঠক		১) মৌসুমি শ্রমিদের বিকল্প ব্যবস্থা ২) দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক সহায়তা
	(২) গুনগত শিক্ষার অভাব	০৬টি ইউনিয়ন ও ০১টি পৌরসভায় ৭১ টি বিদ্যালয়	১৩০০০ জন	১) অভিভাবদের অসচেতনতা ১) শ্রেণী পাঠদান সহজিকরনের অভাব			১) অভিভাবক এবং SMC কে ট্রেনিং এর মাধ্যমে সক্রীয় করা।
প্রাণি সম্পদ বিভাগ	৩. বিশুদ্ধ পানির অভাব।	উপজেলা প্রানিসম্পদ অফিস	-	১) পানিতে লবানাক্ত ও আয়রন।	কার্যক্রম নেই	বিদ্যমান থাকবে	১) বিশুদ্ধ পানির প্লান্ট স্থাপন করা ২) রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং সিস্টেম স্থাপন
	৪. উপজেলা পর্যায়ে খামারীর নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে প্রশিক্ষন অপ্রতুল	৬টি ইউনিয়ন	৩০০জন	বাজেটের সল্পতা	কার্যক্রম নেই	বিদ্যমান থাকবে	১. প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
	৫. ভ্যাক্সিন কার্যক্রম জনবল স্বল্পতার জন্য সমগ্র উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।	৬টি ইউনিয়ন	১২ জন	বাজেটের সল্পতা	কার্যক্রম নেই	বিদ্যমান থাকবে	১. ভ্যাক্সিন কার্যক্রম জোরদার করনের জন্য বরাদ্দ রাখ।
পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় হতে ঋণ গস্থহীতারা ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন এবং ঋণখেলাপী হয়ে যাচ্ছেন।	মোংলা উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন	৩০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। ঋণ গস্থহণকারীদের আয় বৃদ্ধিমুলক কাজের দক্ষতা কম থাকার কারনে। ২। ঋণের অর্থ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ করা।	কার্যক্রম নেই	২০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। উপজেলা পরিষদ ৩০০০ জন ঋণ গ্রহীতার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

খাত/বিভাগ	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমান/বিস্তৃতি	কারন			
সমবায়	সমবায়ীদের আয়ের যথেষ্ট উৎস্য না থাকার কারণে দিন দিন তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে।	সমগ্র উপজেলা	১৭৮৮৭ জন সদস্য	১। নির্দিষ্ট কোন ট্রেডে প্রশিক্ষিত না হওয়ার কারণে।	কার্যক্রম নেই	৮০০ পরিবার ঋণখেলাপী হয়ে যাবে।	সদস্যদের বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে এবং সমবায় দপ্তর হতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
সমাজ সেবা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কাজের সাথে জড়িত জনপ্রতিনিধি ও স্টেকহোল্ডারদে সচেতনতা ও দায়িত্বহীনতার কারনে কাজের গতি কমে যায় এবং সঠিক সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়।	সমগ্র উপজেলা	২০% এর মত	১) সংস্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও স্টেকহোল্ডারদে সচেনতার অভাব।	কার্যক্রম নেই।	বিদ্যমান থাকবে	১) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্য়ক্রম বিষযে কর্মশালার আয়োজন। ২) জনপ্রতিনিধি ও স্টেকহোল্ডারদে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
জন স্বাস্থ্য	বিশুদ্ধ খাবার পানির সমস্যা	৬টি ইউনিয়ন ১টি পৌর সভা	৬০%	গভীর নলকূপ বসে না। আর পানিতে অতি মাত্রায় লবন।	১. গভীর নলকূপ স্থাপন। ২. রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং স্থাপন। ৩. পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবাহ প্রকল্প	থাকবে	১. পরীক্ষামূলক গভীর নলকূপ স্থাপন। ২. বেশি করে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং স্থাপন। ৩. ভূ-উপরস্থ পানি শোধনাগার স্থাপন করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প গ্রহণ।
LGED	জনগণ উপজেলার বিভিন্ন পরিসেবাগুলোতে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।	৭(সাত) টি ইউনিয়ন।	১৫০ কিঃমিঃ	বরাদ্দ স্বল্পতা	গ্রামীণ সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত।	৪০ কিঃ মিঃ	গ্রামীণ সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত

খাত/বিভাগ	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমান/বিস্তৃতি	কারন			
	গ্রামীন মাটির রাস্তার অনুন্নত থাকার কারণে মানুষের যাতায়াতে কস্ট।	০৭ ইউনিয়ন	৭০ কিঃমিঃ	বরাদ্দের স্বল্পতা	কাবিখা/ কাবিটা ওটিআরপ্রকল্পের মাধ্যমে কাজচলমান।	৩৫ কিঃমিঃ	মাটির রাস্তা নির্মাণ/ পুনঃ নির্মাণ এর মাধ্যমে করা যেতে পারে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপ	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।	মোংলা উপজেলার সকল ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	১। দুর্যোগের সময় জনগণের করণীয় সর্ম্পকে ধারণার অভাব। ২। দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকার্য পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নেই।	১। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে।	উপজেলার সকল জনগণ	১। প্রতি ইউনিয়নে ১ টি (৬টি ইউনিয়নে ৬টি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে দ্বৈত্বতা থাকলে তা পরিহার করতে পারে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

উন্নয়নের ফলাফলকে সর্বাধিক করতে এবং উপজেলা স্তরে সীমিত সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ উপজেলাস্থ ইউনিয়ন ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে উত্তম সমন্বয় এবং সহযোগীত এমনভাবে নিশ্চিত করবে যেন বিভিন্ন প্রকল্প/পরিকল্পনার মধ্যে পরিপূরকতা এবং সাযুজ্য তৈরী করা যায়। একটি উত্তম সম্পদ চিত্রায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বৈত্বতা পরিহার করতে পারে এবং প্রধান প্রধান উন্নয়ন খাতগুলোতে চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য থাকে তা সনাক্ত করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ খাতে বরাদ্ধ প্রাধান্য পাবে সেটা নির্ধারণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ এমনসব উন্নয়ন উদ্যেগে বরাদ্দ বিবেচনা করবে যা থেকে একাধিক ইউনিয়ন পরিষদ উপকৃত হবে এবং যা এককভাবে একটি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

মোংলা উপজেলার বিভিন্ন উৎস হতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে শিক্ষা খাতে উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের পদক্ষেপ বেশি। অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। একইভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারে জাতীয় সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় সরকার বড় প্রকল্প গ্রহণ করলেও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে কম। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সংগতির মধ্যে এই সব সমস্যা সমাধানে ছোট প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে বলে মনে করে। একইভাবে প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতের তুলনায় কৃষি খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম অনেক বেশি। জাতীয় সরকার স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও

আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সরকার সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ছক: ৩ উপজেলার বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

খাত	প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্টি ও ফলাফলহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ট এলাকা/ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২০২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২০২২
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প						
কৃষি বিভাগ	১) খুলনা অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প	এই প্রকল্পের আওতায় ৮৮ জন সুবিধাভোগী বীজ, চারা, সার, কৃষি উপকরন (১৮ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছে)	০৬টি	২০২২-২০২৫	-	৪,০০,০০০/-
	(২) গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	৫৪^{x}৩=১৬২ চারা, বীজ, সার কীটনাশক প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২৭০ জন	০৬টি	২০২২-২০২৫	৩.৫ লক্ষ	৪,০০,০০০/-
মৎস্য বিভাগ	সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্প	প্রকল্পভুক্ত এলাকার মৎস্য চাষী , মৎস্যজীবী ডিপো ও আড়ৎ মালিকদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানোন্নোয়ন ।	সমগ্র উপজেলা	২০১৯ সাল থেকে ২০২৫ সাল এর ৩০ জুন	২,২২,৬০০/-	২,৫০,০০০/-
উপজেলা শিক্ষা বিভাগ	বিষয় ভিত্তিক(গনিত) শিক্ষক প্রশিক্ষণ)	১২০ জন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষক, তাদেরকে বিষয় ভিত্তিক দক্ষ করা ।	মোংলা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৭১টি বিদ্যালয়।	২০২১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত	কেন্দ্রীয় বরাদ্দ	কেন্দ্রীয় বরাদ্দ
	পিইডিপি-৪	৭১ টি স্কুল নির্মান করা।	মোংলা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৭১টি বিদ্যালয়।	২০২১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত	কেন্দ্রীয় বরাদ্দ	কেন্দ্রীয় বরাদ্দ

খাত	প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্টি ও ফলাফলহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ট এলাকা/ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২০২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২০২২
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প						
সমাজ সেবা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচী	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সরকারের একটি জনবান্ধব প্রকল্প। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে সমস্ত অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর (পুরুষ) ও ৬২ বছর (মহিলা) তারা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭৪৮৮ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসুচী	৩২২৫৬০০	৪৪৮৮০০০০
সমাজ সেবা		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম একটি সময় উপযোগী কার্যক্রম। অসচ্ছল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাগণ এ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৬০৬ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসুচী	১৭০৭৬০০০	২৭৬৩৬০০০

খাত	প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্টি ও ফলাফলহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ট এলাকা/ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২০২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২০২২
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প						
সমাজ সেবা		অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৭৫৪ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৮৫০/- টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসুচী	২৩৮৫০০০০	২৮০৯০৮০০
সমাজ সেবা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ (বয়স্ক) ভাতা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৭ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসুচী	১৬২০০০	১৬২০০০

খাত	প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্টি ও ফলাফলহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ট এলাকা/ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২০২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২০২২
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প						
	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী	শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ উপজেলায় মোট ১৪১ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসুচী	৮১৯০০০	৮১৯০০০
সমাজ সেবা	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচীর আওতায় এ উপজেলায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মোট ১২৩ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১১০৭০০০	১১০৭০০
সমাজ সেবা	সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচী	গরীব ও দুঃস্থ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন নামে অভিহিত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। যথা- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র ইত্যাদি। একজন ঋণগ্রহীতা ১০,০০০-৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৬৫৫০০০	২০৫৫০০

খাত	প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্টি ও ফলাফলহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ট এলাকা/ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২০২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২০২২
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প						
সমাজ সেবা	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন। একজন প্রতিবন্ধী ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১৫৮০০০	২০০০০
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১) বি ডাব্লিউ বি চক্র	২৭২৪ জন হত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী কে তোলা।	৬টি ইউনিঢন	২ বছর মেয়াদী(চলমান)	৭২৫৬৭৩৬০	৭২৫৬৭৩৬০
	২) মা ও শিশু সহায়তা ভাতা প্রদান কার্যক্রম	৯৪৫ জন মাকে মাসিক ৮০০টাকা হারে দরিদ্র মায়ের মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা।	৬টি ইউনিঢন	চলমান	৯০৭২০০০	৯০৭২০০০
	আইজিএ প্রকল্প	বছরে ২০০জন মহিলাদেও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা।	০৬ টি ইউনিয়ন এবং ১টি পৌর সভা।	চলমান	১৮০০০০০	১৮০০০০০
	কিশোর- কিশোরী ক্লাব	বছরে ২১০ জন কিশোর -কিশোরীকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।	০৬ টি ইউনিয়ন এবং ১টি পৌর সভা।	০৬ টি ইউনিয়ন এবং ১টি পৌর সভা।	বরাদ্দ সাপেক্ষে	বরাদ্দ সাপেক্ষে

খাত	প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্টি ও ফলাফলহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ট এলাকা/ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২০২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২০২২
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প						
BRDB	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়।	৮০% মহিলাদের নিয়ে দল গঠন। আয় বৃদ্ধিমুলক কাজে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র লোন প্রদান।	উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন।	জুলাই,২০২১-জুন,২০২৩	-	৯৬৭০০০০/-
DPHE	১. মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সাথে পানির উৎসের স্থাপন।	এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে ৩০০০লিটার পানির ট্যাংক বিতরণ ও প্লাট ফরম তৈরী করে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা	উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন।	২ বছর	২৮২৯৯৬২/-	৫২২১০৯৭/-
	২. জেলা পরিষদ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পুকুর খনন প্রকল্প।	এই প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা পরিষদের সকল পুকুর খনন করে খাবার পানি নিশ্চিত করা।	উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন।	২ বছর	-	৩০৩৪৫০১/-
	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবারহ প্রকল্প।	এই প্রকল্পের মূল লক্ষ উপজেলার সকল মানুষকে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।	উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন।	৩ বছর	৬৬২৩৪৩৩/-	৬৮২৩৪৩২/-
LGED	KBS-RIDP	অবকাঠামো ও রাস্তা উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করা	সমগ্র উপজেলা	চলমান	২০০০০০০০/-	২০০০০০০০/-
	KDRIDP	রাস্তা ও ব্রীজ নির্মানের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করা	সমগ্র উপজেলা	চলমান	১০০০০০০০/-	১০০০০০০০/-
	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	সামাজিক প্রতিষ্ঠান মেরামত,নির্মান	সমগ্র উপজেলা	চলমান	কেন্দ্রীয় বরাদ্ধ	কেন্দ্রীয় বরাদ্ধ

৫. রূপকল্পঃ

রূপকল্প হচ্ছে যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করবে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এরা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এরা উদ্দীপক হিসেবে কাজ কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হচ্ছে, " আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?"।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৬ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৫ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বরোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

"মোংলা উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, এবং উন্নত যোগাযেগ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন।"

৬. পঞ্চ-বার্ষিক পরিকলার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত যেটি পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে - যেখানে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় আরোপ করবে এবং আগামী পাঁচ বছর কোন্ কোন্ লক্ষ্যে কাজ করবে তার বিবরণ থাকবে। উপজেলাসমূহ উন্নয়নের প্রধান খাতসমূত চিহ্নিত করবে যা রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। অংশীজনের অধিকার নিশ্চিতকল্পে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভূক্তি এবং অংশগ্রহণমূলক হওয়া উচিত।

মোংলা উপজেলা পরিষদ উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ০৫ টি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা সবচাইতে আগে প্রাধান্য পাবে বলে মনে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষতঃ ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এখানে উল্লেখ্য যে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপজেলার উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ। বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, শিক্ষা খাতে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম কম বিধায় উপজেলা পরিষদ মাধ্যমিক শিক্ষা খাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে জাতীয় সরকার অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করেছে। এজন্য উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাবপত্র প্রদান, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ, ছাত্রীদের মাঝে উপকরণ প্রদান ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা পরিষদের লক্ষ্য হলো, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ক্লিনিকসমূহে অবকাঠামো ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে রোগীদের সেবা গ্রহণ নিশ্চিতকরন ও শতভাগ নরমাল ডেলিভারি অর্জনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো। একই সাথে উপজেলায় শতভাগ

স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জন করা। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেবাগুলোকে সংযোগকারী ছোট ছোট সড়ক, বড় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গাইডওয়াল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কার্লভাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, উপকরণ প্রদান ও ভ্যাক্সিন ক্রয় করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেকার যুবক ও সমাজের পিছিয়ে পরা নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ছক ৪ঃ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারন

ক্রমিক নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করা	শিক্ষা	২০২৫/২৬ সালের মধ্যে ৪৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, সীমান প্রাচীর নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও উপকরণ প্রদান।	২০২৫/২৬ সালের মধ্যে উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৪৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে উপস্থিতির হার ১০০ ভাগে উন্নীত করা।
			২০২৫/২৬ সালের মধ্যে ৮০ টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০০০ জোড়া বেঞ্চ প্রদান করা হবে।	
			২০২৫/২৬ সালের মধ্যে ৪৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসার শিক্ষকগণ গনিত, ইংরেজী ও আইসিটির উপর প্রশিক্ষিত হবে।	
			২০২৫/২৬ সালের মধ্যে ২০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসাতে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ উন্নত করা হবে।	
			২০২৫/২৬ সালের মধ্যে ১১১ টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ ও উপকরণ প্রদান করা হবে।	
			২০২৫/২৬ সালের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০০০ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হবে।	
			২০২৫/২৬ সালের মধ্যে ছাত্রীদের ঝড়ে পরা রোধে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী ৪৫ টি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা যেতে পারে।	
			২০২৫/২৬ সালের মধ্যে ৩০ টি	২০২৫/২৬ সালের মধ্যে

ক্রমিক নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
			সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষিত হবে।	উপজেলার ৩০ টি দুর্বল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হবে এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার শুন্যে নেমে আসবে।
২	উপজেলার সকল জনগণের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা বিশেষতঃ গর্ভবর্তী মা ও নবজাতকের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি কমানো।	স্বাস্থ্য	২০২৫/২৬ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে চাহিদা মাফিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	২০২৫/২৬ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে।
			২০২৫/২৬ সালের মধ্যে ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারী চালুর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানের চেয়ে অর্ধেক এ নেমে আসবে এবং শতভাগ প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী অর্জন হবে।
			২০২৫/২৬ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী করানোর বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬০ টি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হবে।	
			২০২৫/২৬ সালের মধ্যে ২৫০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হবে।	শতভাগ স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি ব্যবহারের নিশ্চিত হবে।
৩	স্থানীয় অবকাঠামো ও সড়ক উন্নতির মাধ্যমে পরিসেবাগুলোতে জনসাধারণের প্রবেশগম্যমতা বৃদ্ধি।	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	২০২৫/২৬ সালের মধ্যে ১০০ কি.মি সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/সিসি করা হবে।	উপজেলার ১.৯ লক্ষ জনগণের বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে প্রবেশগম্যমতা বৃদ্ধি সহজতর হবে।
			২০২৫/২৬ সাল নাগাদ সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের জলবদ্ধতা নিরসনে ৩০০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৫/২৬ সাল নাগাদ সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিতে ৩০০০ মিটার গাইডওয়াল নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৫/২৬ সালের মধ্যে ৪০ টি কার্লভাট নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৫/২৬ সালের মধ্যে উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	
৪	কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবিকার উন্নয়ন	কৃষি	২০২৫/২৬ সালের মধ্যে উপজেলার ২৫০ জন সব্জিচাষীকে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন দলে উপকরণ প্রদান করা হবে।	২০২৫/২৬ সালের মধ্যে সব্জির উৎপাদন বর্তমানের ৭,০০০ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ১২,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।

ক্রমিক নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
		মৎস্য	২০২৫/২৬ সালের মধ্যে উপজেলার ১০০০ জন মৎস্য চাষিকে প্রশিক্ষণ ও উপকরন প্রদান করা হবে।	২০২৫/২৬ সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে ৪০,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
		প্রাণিসম্পদ	২০২৫/২৬ সালের মধ্যে উপজেলার সকল গবাদীপশুকে কৃমিনাশক ঔষধ, বিভিন্ন রোগের ভ্যাক্সিন প্রদান করা হবে।	১ লক্ষ গরু, ছাগল ও ভেড়া কৃমিরোগ, পিপিআর রোগ হতে ও ১ লক্ষ ২ হাজার গরু ও মহিষ ক্ষুরা রোগ হতে নিরাপদ থাকবে।
৫	উপজেলার দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা, বাল্য বিয়ের শিকার নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	কর্মসংস্থান	২০২৫/২৬ সালের মধ্যে উপজেলার কর্মক্ষম ৩০০ জন পুরুষ ও নারীকে বিভিন্ন ট্রেডে সক্ষমতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	উপজেলার কর্মক্ষম ২০০ জন বেকার যুবক ও নারীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরী হবে।

৭. পরিকল্পনা ফরমেট

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প, পঞ্চ-বার্ষিক লক্ষ্য, এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করবে। উপজেলা পরিষদে জন্য আগামী পাঁচ বছরের কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে। এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অর্ন্তভূক্ত হবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের কোন পথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে হবে। এই পরিকল্পনা পরম্যাট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কীম অথবা উদ্যেগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে।

ছক-৫ঃ উপজেলা পরিকল্পনা ফরম্যাট

প্রকল্প বিবরনী						আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরন	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
১	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ও মাদ্‌রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসরাণ, মাঠ সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা	৪১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসা	৪১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক ১২০০০জন শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী ও মাধ্যমিক কর্মকর্তা	৩০০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার সকল ইউনিয়ন
২	মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে	শ্রেণীকক্ষসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের	৩৫ টি মাধ্যমিক ও	৫৫০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল						উপজেলা প্রকৌশলী	৯৫ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য	উপজেলার সকল

প্রকল্প বিবরনী						আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরন	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
	বেঞ্চ, আসবাবপত্র প্রদান	বসার সমস্যা দূর হবে।	৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়			ইউনিয়ন								উপজেলা তহবিল	ইউনিয়ন
৩	সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধূলার সামগ্রী প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপস্থিতি নিশ্চিত হবে	১২৬টি বিদ্যালয়	উপজেলার সকল শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী ও পরিষদ	২০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার পরিষদ
৪	দরিদ্র, মেধাবী, নারী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান	দরিদ্র, মেধাবী, নারী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আগমন নিশ্চিত হবে।	১২৬টি বিদ্যালয়	উপজেলার সকল শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	২৫	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলার পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
৫	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমলূক প্রশিক্ষণ	সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে	৪১টি মাধ্যমিক ও ৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান ও আইসিটির শিক্ষকগণ ও ২০টি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	১৫	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
৬	উপজেলার কলেজসমূহে	কলেজসমূহে শিক্ষার পরিবেশ	উপজেলার ০৪ টি কলেজ	২৭০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল						উপজেলা প্রকৌশলী	৫০	এডিপি ও অন্যান্য	উপজেলা পরিষদ

প্রকল্প বিবরনী						আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরন	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
	আসবাবপত্র প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন করা	নিশ্চিত হবে				ইউনিয়ন								উপজেলা তহবিল	
৭	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসাতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা	শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও নিরাপদ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা	২০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসা	৫০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	৭৫	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ
৮	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বাল্যবিবাহ বিরোধী ক্যাম্পেইন	বাল্যবিবাহের কারণে ছাত্রীদের ঝড়ে পড়া রোধ হবে	মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ৪১ টি ক্যাম্পেইন	মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ৭০০০ ছাত্রী	শিক্ষা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা মাধ্যমিক/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	১০	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
৯	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে চিকিৎসা উপকরণ প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়ন	রোগীদের মানসম্মত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৬ টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক	উপজেলার ১.৯ লক্ষ অধিবাসী	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী	৯০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন
১০	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী	শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী	৬ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	উপজেলার সকল গর্ভবর্তী মাও নবজাতক	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	২৫	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিবার

প্রকল্প বিবরনী						আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরন	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
	চালুর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান	নিশ্চিত করা হবে										কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী			পরিকল্পনা কর্মকর্তা
১১	প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক ক্যাম্পেইন/ প্রশিক্ষণ	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাবে	২৪টি ক্যাম্পেইন	উপজেলার সকল গর্ভবতী মাও নবজাতক	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	৪	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
১২	দরিদ্র পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মান ও বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গণশৌচাগার নির্মান	উপজেলার শতভাগ জনগণ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করবে।	২২০০ দরিদ্র পরিবার	দরিদ্র পরিবারের ১১,০০০ সদস্য	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	৮০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়দ পরিষদ
১৩	দরিদ্র পরিবার ও প্রতিষ্ঠানে রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং সিস্টেম স্থাপন।	উপজেলার শতভাগ জনগণ নিরাপদ পানি ব্যবহার করবে	৮০০ দরিদ্র পরিবার/ প্রতিষ্ঠান	৮০০ পরিবারের ৩০০০-এর অধিক সদস্য	স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	৯৫	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
১৪	উপজেলার বিভিন্ন সড়ক ও স্থানে ড্রেন, প্যালাসাইডিং ও কার্লভাট নির্মাণ	জলাবদ্ধতা নিরসন হবে এবং রাস্তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে	২৭০০ মিটার ড্রেন, প্যালাসাইডিং ও ২৫ টি কার্লভাট	উপজেলার ১.৯ লক্ষ অধিবাসী	যোগাযোগ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	১৭০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
১৫	পরিষেবা গুলোতে	পরিষেবাগুলোতে	২০ কি.মি	উপজেলা ১.৯	যোগাযোগ	উপজেলার						উপজেলা	২৫০	এডিপি ও	উপজেলা

প্রকল্প বিবরনী						আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরন	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
	সংযোগকারি সড়ক নির্মাণ	জনগণের প্রবেশগম্যতা সহজতর হবে	সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/সিসি করা হবে	লক্ষ অধিবাসী		সকল ইউনিয়ন						প্রকৌশলী		অন্যান্য উপজেলা তহবিল	পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ
১৬	উপজেলার চাহিদা মাফিক বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা	সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর সেবা প্রাপ্তি সহজতর হবে	৬টি অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলা ১.৯ লক্ষ অধিবাসী	অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী	৭০	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও বিভাগসমূহ
১৭	উপজেলার কৃষক, মৎস্যচাষি ও গবাদি পশুপাখি পালনকারীদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান	উপজেলার কৃষি উৎপাদন, মৎস্য ও গবাদি পশুপাখির উৎপাদন বৃদ্ধি	৩০০০ কৃষক, মৎস্যচাষি ও গবাদি পশুপাখি পালনকারী	৩০০০ কৃষক, মৎস্যচাষি ও গবাদি পশুপাখি পালনকারী	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা পরিষদ ও ১৭ টি বিভাগ	৭৫	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও ১৭ টি বিভাগ
১৮	দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা, বাল্য বিয়ের শিকার নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির	বেকার যুবক ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে	৩০০ বেকার যুবক ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারী	২০০০ অধিবাসী	কর্মসংস্থান	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ ও ১৭ টি বিভাগ	২৫০	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন, মহিলা বিষয়ক, সমবায়, সমাজসেবা

প্রকল্প বিবরনী						আবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইডি ট্যাগ	কর্মসূচীর নাম	বিবরন	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
	ব্যবস্থা করা														কর্মকর্তা
১৯	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে	৬ টি ইউনিয়নের ৬ টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য	উপজেলার ১.৯ লক্ষ অধিবাসী	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	২০	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
২০	সুন্দরবন রক্ষায় বিভিন্ন সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক কর্মশালার আয়োজন।	উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মশালা	৭টি	১৪০০	বন বিভাগ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন						উপজেলা বন বিভাগ ও উপজেলা পরিষদ	৩.৫	অন্যান্য উপজেলা তহবিল	উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা,বন বিভাগের কর্মকর্তা।

৮. পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়নে একটি মৌলিক মধ্যমেয়াদী কাঠামো প্রদান করে থাকে। উপজেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন কর্মসূচী বার্ষিক ভিত্তিতে করা বাঞ্জনীয়। পরিবীক্ষণ কর্মসূচীর প্রতিষ্ঠানিক কাঠামে অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল কার্যক্রমে সম্পদের ব্যবহার এবং ফলাফল পরিবীক্ষন ও তদারকি পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান করবেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা এবং তদারকি করে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচলা করবেন এবং একটি সংক্ষিত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি লিখিত বিবরনীও সংরক্ষণ করবেন।

পরিবীক্ষণ হলো পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশ্লেষণ যা পরিমাপক সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি এবং অর্জন তুলে ধরা। অসামঞ্জস্যতা নিরূপন করে থাকে। টিজিপি-এর সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সম্পন্ন করতে হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্যপ্রণালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসারিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ তার দায়িত্ব এবং স্বচ্ছতার অংশ হিসাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক (ডিসি) অফিসে পেশ করবে এবং সাথে সাথে ডিডিএলজি এর অফিসেও প্রেরণ করতে করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন করতে হবে যা পরিকল্পণার অগ্রগতি নির্ণয় করবে। প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনও হতে পারে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারন মানুষের চাহিদা জানার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পুনঃবিবেচনা করার কথা ভাবতে পারে। পুনঃপর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি থাকতে পারে তা নিন্মরূপঃ

১. বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভবনাসমূহ;
২. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল এবং সুবিধাসমূহ;
৩. অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারণ;
৪. স্থানীয় জনগণের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
৫. জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;
৬. বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা; এবং
৭. নতুন অথবা নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পসমূহ।

উপজেলা পরিষদের সদস্যরা যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমতে পৌঁছায় যে সংশোধন করতে হবে, তাহলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালের অনুসৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এই সংশোধন করতে হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই প্রক্রিয় সহজতর করা যেতে পারে যদিও পূর্বে অনুসৃত প্রক্রিয়া মেনে চলাই বাঞ্ছনীয়। যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয় তাহলে বার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাজেটেও সে অনুসারে সংশোধন আনতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিৎ যেখানে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলি পরিকল্পনামাফিক অর্জন করা গেছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। যদি পরিকল্পনামাফিক অর্জন সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিষয়গুলি এর জন্য দায়ী? এত কি শিক্ষা লাভ করা গেছে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয়গুলি কাজ করেছে আর কোনগুলি করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার ইত্যাদি) এবং প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলি উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে।